

ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-২)

পুরুষতন্ত্র যুগ যুগ ধরে নারী সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে আসছে এবং সেগুলোকে ‘প্রাকৃতিক বিধান’ বলে প্রচার করছে। তার মধ্যে একটি হলো নারীর ঘরে থাকা। পুরুষতন্ত্র মনে করে আসছে যে নারীর স্থান গৃহে। প্রাকৃতিকভাবেই নারী ঘরে থাকার উপযুক্ত। এর পেছনে সব ধর্ম সুপারিকল্পিতভাবে মদদ যুগিয়েছে। ইসলামও মদদ যুগিয়েছে। ইসলামও নারীকে ঘরেই থাকতে বলেছে। ‘ঘরই নারীর উপযুক্ত স্থান’- এই মতবাদই ইসলাম প্রচার করেছে। কোরান হাদিসের বিভিন্ন স্থানে নারীর ঘরে থাকার প্রতি সমর্থক কথা বলা হয়েছে। কোরানে আছে, ‘তোমরা (নারীরা) গৃহে অবস্থান করো, আর পূর্বকার যুগের নারীদের মতো সুসজ্জিতা হয়ে ঘরের বাইরে বের হইয়ো না’ [সূরা আল-আহজাব ৩৩:৩৩] হাদীসে আছে, ‘নারীরা ঘরের সম্রাজ্ঞী’ এগুলো থেকেই প্রমাণ হয় যে ইসলাম নারীকে অবরুদ্ধ করেছে। অনেকে হয়তো বলবেন যে ইসলাম তো ‘নারী ঘর থেকে বের হতে পারবে না’ এ কথা কোথাও বলেনি। তাহলে কিভাবে ইসলাম নারীকে অবরুদ্ধ করে? প্রমাণ অবশ্যই আছে। ইসলাম নারীকে ঘর থেকে বের হতে সরাসরি নিষেধ না করলেও কোরান-হাদীসের উপরোক্ত আয়াত নারীকে ঘর থেকে বের হতে মূলত নিরুৎসাহিত করে। আর এই নিরুৎসাহিত ক্রমশ নিষেধাজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়। কারণ একটি islamic minded মেয়ে সবসময় চেষ্টা করবে কত কম ঘর থেকে বের হওয়া যায়। তার বাবা-মা অথবা স্বামী সবসময় চাইবে সে ঘর থেকে বের না হোক। এভাবে ধীরে ধীরে ঐ মেয়েটি ঘর থেকে বের

হওয়াই বন্ধ করে দেয়। চাকরী, পড়ালেখা, বিনোদন প্রভৃতি কাজে কখনোই ঐ মেয়ের স্বামী বা বাবা-মা তাকে ঘর থেকে বের হতে দিবে না। কারণ ইসলাম তাদের মানসিকতাকে মেয়েকে ঘরে বন্দী করে রাখার সমর্থক করে দিয়েছে। তারা চাইবে না যে ঐ মেয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক। তারা বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করবে। তারা ঐ মেয়েকে বলবে ‘তোমার বাইরে যাওয়া কি দরকার? তোমার স্বামীই তো উপার্জন করে’ কিংবা হয়তো বলবে ‘তুমি তো মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষের বাইরে যাওয়া উচিত না।’ এভাবেই ইসলামি সমাজের নারীরা ধীরে ধীরে অবরোধবাসিনী হয়ে পরে। নারীরা ঘরমুখী হয়ে পরে।। এর জন্য ইসলামই দায়ী। ইসলামই এর পেছনে পরোক্ষভাবে মদদ যুগিয়েছে। হুজুর- মোল্লা- মাওলানা প্রভৃতি **islamic minded** পরিবারগুলোতেই মেয়েরা সবচেয়ে বেশী অবরুদ্ধ, স্বাধীনতাহীন, অধিকারহীন। এর কারন ও খুবই সুস্পষ্ট। আর তা হলো ইসলামই পরিবারের সদস্যদের **mentality** রক্ষণশীল করে দিয়েছে। আর এই রক্ষণশীলতাই ঐ পরিবারের মেয়েদের স্বাধীনতাহীনতা, অধিকারহীনতা, অবরোধের জন্য দায়ী। অনেকে বলবেন হুজুর-মোল্লারা প্রকৃত ইসলাম জানে না। তাহলে প্রকৃত ইসলাম কি? হুজুর-মোল্লারা ইসলাম অক্ষরে অক্ষরে মানে বলেই কি তাদের কে ‘হুজুর-মোল্লা’ বলা হয় না? তারা জোকা-আলখাল্লা পরে, দাঁড়ী রাখে, সুরমা মাখে, গোঁড়ালীর উপর পায়জামা পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোযা রাখে। হজ্ব করে, যাকাত দেয়, টিভি দেখেনা, সিনেমা দেখে না, নাটক দেখেনা, গান শোনেনা- এসবের মূলে ইসলামি অনুশাসন ছাড়া আর কিছুই নাই।। হুজুর মোল্লারা ইসলাম সঠিকভাবেই মানছে। সবক্ষেত্রে ওরা ইসলাম মানবে আর নারী অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম মানবে না- এটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না। তাহলে ওরা নারীর মানবাধিকার হরণ করে কেন? নিশ্চয় ইসলাম নারীর অধিকার হরণ করতে বলেছে বলেই ওরা নারীর অধিকার হরণ করছে। ওরা মেয়েদের পর্দা করাচ্ছে, অন্তরমহলে রাখছে, এগুলো ইসলামেরই বিধান। [দ্র: ৩৩:৩৩, ৩৩:৫৯, ২৪:৩১] ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী অত্যাবশ্যিক প্রয়োজন ছাড়া মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না। চাকরী করা, ব্যবসা করা, খেলাধুলা করা, বিনোদন - প্রভৃতি ইসলামের দৃষ্টিতে ‘অপ্রয়োজনীয়’। তাই

এসব ‘অপ্রয়োজনীয়’ কারনে মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না, কারণ স্বামীই মেয়েদের ভরোগপোষণকারী। যদি অতি প্রয়োজন হয় যেমন খাদ্য সংগ্রহ, পানির পিপাসা বা মরে যাচ্ছি তবে মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারে। অবশ্য বোরখা দিয়ে সারা শরীর ভালভাবে মুঁড়ে বের হতে হবে। বেশি দূরে একা একা যাওয়া যাবে না। যেতে হলে মাহররাম পুরুষকে (যেসব পুরুষের সাথে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ) সাথে নিতে হবে। এই হলো ইসলাম ধর্মের ‘নারী স্বাধীনতা’ (!) এটাকে ‘স্বাধীনতা’ বলতে আমার লজ্জা হয়। ধর্ম নারীকে মুক্তি দেয় নি। ধর্ম নারীকে পণ্যসামগ্রী, মূল্যবান দাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নারীকে মানুষের মর্যাদা দেয়নি ধর্ম। নারীকে পুরুষের অধীনস্ত করেছে। ইসলাম ধর্ম পুরুষকে তার স্ত্রীকে প্রহার করারও অধিকার দিয়েছে যদি স্ত্রী অবাধ্য হয়(দ্র: সুরা নিসা ৪:৩৪) । ইসলাম নারীকে জাতির নেতাও হতে দিবে না। কোনো নারী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না। হাদীসে আছে , ‘ঐ জাতির কল্যাণ হয় না যারা তাদের নেতা নির্বাচন করে একজন নারীকে’ [বুখারী], ‘পুরুষরা যখন নারীর আনুগত্য স্বীকার করবে তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে’ [মুসতাদরক আল হাকিম] পুরুষকে ইসলাম নারীর প্রভুর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। হাদীসে আছে, ‘ আমি যদি মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদাহ করতে বলতাম তবে নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদাহ করতে বলতাম’ [আবু দাউদ] ধর্ম নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধেছে। ধর্ম নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রি ছাড়া মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি তাই , ‘যদি স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে তবে সে জারদ পর্বত থেকে কালো পর্বতের দিকে এবং কালো পর্বত থেকে সাদা পর্বতের দিকে ধাবিত হোক, তথাপি স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর কর্তব্য’[আহমাদ] এবং ‘ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর পক্ষে নফল ইবাদত করা এবং স্বামীর বাড়ী থেকে বের হওয়া বা কোনো জিনিস কাউকে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ এই নির্দেশ লংঘন করে তবে ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে।’ [আল-হাদীস]

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অসম্পূর্ণ মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং ভ্রূণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি

সম্পর্কে সমস্ত রকম জ্ঞানার্জন করেও মুসলমানরা বাড়ি বসে কেতাবের ভুল তথ্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

হাদীসে আছে, ‘নারীকে সদুপদেশ দাও কেননা সে পঁাজরের হাঁড় থেকে সৃষ্ট। পঁাজরের হাঁড়ের মধ্যে ওপরের হাঁড় সবচেয়ে বাঁকা- যদি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙ্গে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে।’ কোরানে আছে, ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের হতে স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়েছেন।’ [সূরা নাহল ১৬:৭২], ‘.....যিনি তোমাদের একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা হতে উহার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন.....’ [সূরা নিসা ৪: ১] অর্থাৎ নারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়। সে পুরুষ হতে সৃষ্ট। সে পুরুষের ভোগের সামগ্রী। ‘মানুষ’ বলতে ইসলামে শুধু পুরুষকেই বোঝায়। নারীকে সৃষ্টি করা সর্বপ্রথম আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলনা। পুরুষের প্রয়োজনে তাকে পুরুষের পঁাজড়ের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাকে সারাজীবন নিজের দেহ-মন-প্রাণ-সত্তা পুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে। ইসলামে নারী একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। তার নিজের শরীরের উপর তার কোনো স্বাধীনতা নেই। সে তার স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বামী যখন ইচ্ছা তাকে ভোগ করতে পারবে। স্ত্রী কখনোই ‘না’ বলতে পারবে না। হাদীসে আছে, ‘যদি কোনো ব্যক্তি সঙ্গম করার ইচ্ছায় স্ত্রীকে ডাকে তবে সে যেন তৎক্ষণাত তার নিকট উপস্থিত হয় - যদি সে উনুনের উপর রন্ধনকার্যেও লিপ্ত তাকে। [তিরমিজি] অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি বিচার্য নয়। স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে। হাদীসে, ‘যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে শহ্যার দিকে আহ্বান করে, তাতে সে অস্বীকার করার জন্য স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে রাত কাটায় তবে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগন সেই স্ত্রীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে।’ [মুসলিম] আরো আছে, ‘স্বামীর তার স্ত্রীর শরীরের সকল অংশের উপর অধিকার আছে, স্ত্রী বাঁধা দিতে পারবে না’, ‘যে স্ত্রী লজ্জাহীনতার কাজ করে তাকে আপন বিছানা হতে পৃথক করে দাও এবং সাধারণভাবে তাকে কিছু মারপিট করো।’ [তিরমিজি] ধর্ম নারীকে দামী সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হাদীসে আছে, ‘অকল্যাণ রয়েছে তিনটি জিনিষের : নারী, বাড়ী, ঘোড়া।’ [বুখারী], ‘পুরুষ নারীর বাধ্যগত হলে সে ধ্বংস হয়’ [মুসতাদরক আল হাকিম], নারী শয়তানের আকৃতিতে আসে, শয়তানের

আকৃতিতে যায়'বুখারি, 'নারী হলো আওরাত বা আবরনীয় জিনিষ, যখন সে বাহির হয় তখন শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে'।তিরমিযী, ' সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম বিপদ নারীদের মধ্য হতেই এসেছিলো', ' পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আমি আর কিছুই রেখে যাচ্ছি না'- এই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে নারী!

(চলবে)